জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

ধরিত্রী সম্মেলন পরবর্তী অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য

সমস্যা ঃ

রিও ডি জেনেরিও-তে ১৯৯২ সালের অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন ছিল এক মাইলফলক, যা টেকসই উন্নয়নের বিষয়টিকে সকলের গোচরে নিয়ে আসে। সেই সময়ে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে ১০০টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানগণ সমবেত হন; সেখানে তাঁরা টেকসই ভবিষৎ বিষয়ক কার্যক্রম পরিকল্পনা এজেন্ডা-২১ অনুমোদন করেন।

একটি ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এই ধরিত্রী সম্মেলন, আনুষ্ঠানিকভাবে যা জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন হিসেবে অভিহিত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহ পুরোপুরি অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গণসচেতনতা গঠনে এক বড় ধরণের সাফল্য অর্জন করেছে।

রিও সম্মেলনের পর হতে সরকারসমূহ, আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়, নাগরিক সমাজ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। এজেন্ডা-২১ বিশ্বের সম্পদসমূহ ও পরিবেশ ব্যবস্থার সাপেক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদাসমুহকে সুষমভাবে স্থির করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। রিও সম্মেলনের দশ বছর পর এজেন্ডা-২১-এর লক্ষ্যসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি এবং প্রত্যেকেই যাতে টেকসই উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারে সেজন্যে সার্বিক প্রচেষ্টা আরো গতিশীল ও জোরালো করতে হবে বলে একটি বিশ্বজনীন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধরিত্রী সম্মেলনের পর হতে অদ্যাবধি নিম্নলিখিত সাফল্য অর্জিত হয় ঃ

প্রধান শরীকদের অংশগ্রহণ ঃ

- বিশ্বব্যাপী ৬০০০-এর বেশী নগর এবং শহরে এদের দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশনা হিসেবে নিজস্ব "স্থানীয় এজেন্ডা-২১" গঠন করা হয়েছে।
- বেশ কতগুলো দেশ জাতীয় এজেন্ডা-২১ প্রস্তুত করেছে, যার মাধ্যমে তারা দেশ পর্যায়ে কিভাবে এজেন্ডা-২১- কে কাজে পরিণত করা যায় সে ব্যাপারটি তুলে ধরেছে। বহু-শরীক সমৃদ্ধ অংশগ্রহণ ভিত্তিক সংস্থাসমূহ, যা টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কাউন্সিল হিসেবে আখ্যায়িত, এই কৌশলসমূহের বারংবার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ৮০টির অধিক দেশে, যার অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশ, এই সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত।
- টেকসই উন্নয়নের ধারণাকে গ্রহণ করেছে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখে এমন "ট্রিপল বটম লাইন" পন্থা অবলম্বন করেছে, এধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। টেকসই উন্নয়ন ধারণার অনুসারী এমন কতগুলো ব্যবসায় সংগঠন, যেমন, টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব ব্যবসায় কাউন্সিল, ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে।
- রিও সম্মেলনে অর্জিত সমঝোতাসমূহের বাস্তবায়ন মনিটর করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন ১৯৯৩ সালের পর হতে প্রতিবছরান্তে সভায় মিলিত হচ্ছে এবং বিশেষত বহু শরীক ভিত্তিক সংলাপের মাধ্যমে জাতিসংঘের আলোচনায় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের জন্যে নতুন ধরণের আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়ন ঃ

- ধরিত্রী সম্মেলনের পরবর্তী কালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহ, যেমন- ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলন এবং ১৯৯৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বসতি-দুই সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে জোরালো প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে এজেন্ডা-২১-এর ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়।
- ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে বিশ্বের ১৪৭টি দেশের নেতৃবৃন্দ এজেন্ডা-২১-এর আলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ স্থির করার ব্যাপারে একমত হন (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বিষয়ক তথ্য পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অর্থায়ন ও বাণিজ্য ঃ

বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী এবং UNEP- কে

বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে ১৯৯১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বৈশ্বিক পরিবেশ ফ্যাসিলিটি (GEF) গঠন করা হয় এবং ধরিত্রী সম্মেলনের পরবর্তীকালে উন্নয়নশীল ও পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন দেশগুলোতে বৈশ্বিক পরিবেশ প্রকল্পসমূহের জন্যে বহুপাক্ষিক ঋণদানের প্রধান উৎস হিসেবে এই ফ্যাসিলিটি পুনর্গঠিত করা হয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে GEF প্রকল্পসমূহে ৪.২ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করেছে এবং সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে ১১ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ সংগ্রহ করেছে। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ অর্থসংগ্রহের আবেদনের ফলে ৩৬টি দেশ GEF-কে ২.৭৫ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তৃতীয় অর্থ সংগ্রহের আবেদনের বিষয়টি আলোচনাধীন রয়েছে।

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২০০১ সালের নভেম্বরে দোহায় অনুষ্ঠিত এর চতুর্থ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করে "আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি উন্মুক্ত ও বৈষম্যহীন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও এর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্য এবং পরিবেশের সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্য অবশ্যই পারস্পরিক সমর্থনপুষ্ট হতে হবে।"
- ২০০২ সালের মার্চে মেক্সিকোর মনটেরীতে অনুষ্ঠিত উন্নয়নের জন্যে অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন এবং দাতা দেশসমূহ ২০০৬ সাল নাগাদ বাড়তি সম্পদ খাতে সর্বমোট ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করেন।

জলবায়ুগত পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন, যা ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্যে উত্থাপিত হয়, ১৯৯৪ সালের ২১শে মার্চ কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৬৫ এবং এই কনভেনশন সমর্থনকারী পক্ষের সংখ্যা ১৮৬ টি হলেও অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রীনহাউস গ্যাসের নির্গমন ২০০০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের পর্যায়ে হ্রাস করা সম্পর্কিত তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেনি।

- ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে কিয়োটোতে সরকারসমূহ এই কনভেনশনের একটি প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে, যার বলে শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের ছয়টি গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমন ২০০৮-২০১২ সাল নাগাদ ১৯৯০ সালের পর্যায় অপেক্ষা গড়ে ৫ শতাংশ হ্রাস করার ক্ষেত্রে তাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নেয়। ৮৪টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ৫৪টি দেশ কর্তৃক বলবৎকৃত এই প্রোটোকল শিল্পোন্নত দেশসমূহের ৫৫ শতাংশ গ্যাস নির্গমনের জন্যে দায়ী ৫৫টি দেশ কর্তৃক বলবৎ হওয়ার পর কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হবে। এযাবত মাত্র দু'টো শিল্পোন্নত দেশ এই প্রোটোকল বলবৎ করেছে।

জীব বৈচিত্র্য ঃ

- জীব বৈচিত্র্য বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্যে উপস্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৮৩ টি দেশ এই কনভেনশন বলবৎ করে এবং ১৯৯৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তা কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই কনভেনশন আবাসস্থল সংরক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিকে সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে দেশসমূহকে বাধ্যবাধকতার আওতায় নিয়ে এসেছে। পরিবর্তিত জীব কণাসমূহের সীমান্ত অতিক্রম করে চলাচলের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস করা এবং আধুনিক জীব প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের জানুয়ারীতে জীব নিরাপত্তা বিষয়ক কার্টাজেনা প্রোটোকল অনুমোদিত হয় এবং ১৭টি দেশ কর্তৃক তা বলবৎ করা হয়। এই কনভেনশনের অনুসারীগণ বর্তমান জেনেটিক সম্পদসমূহের সুফল তাদের মূল উৎস দেশের লোকজনের সাথে ভাগাভাগির ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে।

মরুকরণ ঃ

- ধরিত্রী সম্মেলনে উত্থাপিত মরুকরণ রোধ বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়। মরুকরণ অথবা উষর বা প্রায়-উষর ভূমির অবক্ষয় বিশ্ববাপী, বিশেষত আফ্রিকার ৯০০ মিলিয়ন লোক জীবিকা ও খাদ্য সরবরাহের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। কনভেনশনে এই সমস্যা মোকাবেলায় সত্যিকার অর্থে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের আহবান জানান হয় এবং এযাবত ১৭৯টি দেশ কনভেনশনটি অনুমোদন করেছে। কিন্তু এই কনভেনশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সমুদ্র সম্পদ ও দূষণ ঃ

- ধরিত্রী সম্মেলনের ফলাফল হিসেবে উত্থাপিত গভীর সমুদ্রে মৎস আহরণ নিয়ন্ত্রণের চুক্তিটি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে অনুমোদিত হয় এবং ২০০০ সালের ডিসেম্বরে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো অতিরিক্ত হারে মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ করা এবং আঞ্চলিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে অস্থিতিশীল মৎস্য মজুদের জন্যে প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক টানা পোড়নকে হ্রাস করা। এই কনভেনশনে বেআইনী মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ করার জন্যে বিরোধ নিস্পত্তির প্রধান ব্যবস্থাগুলো উল্লিখিত হয়েছে।
- এক বিলিয়ন লোক শহুরে অঞ্চলগুলোতে উপকূল রেখা বরাবর বাস করে এবং সমুদ্র দূষণের শতকরা ৮০ ভাগই সাধিত হয় ভূমি ভিত্তিক উৎস হতে - এই দু'টো বিষয় বিবেচনায় রেখে ১৯৯৫ সালে সরকার পরিবেশ সুরক্ষার জন্যে বৈশ্বিক কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ঃ

জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে যায় প্রতিবছর এরকম ৪ মিলিয়ন টন বিয়াক্ত বর্জ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ১৯৮৯ সালে দেশসমূহ UNEP-এর পরিচালনায় বিপজ্জনক বর্জ্য বিষয়ক ব্যাসেল (Basel) কনভেনশন অনুমোদন করেছে এবং তারপর হতে ১২১টি দেশ এই কনভেনশন বলবৎ করেছে। ১৯৯৫ সালে উন্নত দেশ সমূহ হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিষাক্ত বর্জ্য রপ্তানীকে আইন বহির্ভূত আখ্যা দেয়া হয় ; এসব উন্নয়নশীল দেশে প্রায়শই এ ধরণের বিয়াক্ত বর্জ্যকে নিরাপদ উপায়ে ধ্বংসের প্রযুক্তি অনুপস্থিত। ১৯৯৮ সালে ১০০টি দেশের সরকার ঋঅঙ এবং টঘঊচ-এর পৃষ্টপোষকতায় বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ ও কীটনাশক সংক্রান্ত বাণিজ্যের বিষয়ে তথ্য ভাগাভাগির ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করেছে।

- জাতিসংঘ কমিশনে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষিতে দেশসমূহ ২০০১ সালে অব্যাহত জৈব দূষণকারী পদার্থ বিষয়ক স্টকহোম কনভেনশনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে ; এই কনভেনশনে PCBS, ডাইওসিন এবং ডিডিটিসহ “ডার্টি ডজেন” হিসেবে পরিচিত ১২টি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বিলোপের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১২৬টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে এবং ৫টি দেশ এই কনভেনশন বলবৎ করেছে।

বনাঞ্চল ঃ

- রিও সম্মেলনে গৃহীত বনাঞ্চল বিষয়ক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে গঠিত একটি বনাঞ্চল বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেল, যা টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের অধীনে দুই বছরের জন্যে সভায় মিলিত হয়, ১৯৯৭ সালের মার্চে একশতটিরও অধিক কার্যক্রম প্রস্তাবনা অনুমোদন করে। বাস্তবায়ন মনিটর করা এবং অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহের উপর জনমত গঠন করা, যেমন, একটি সম্ভাব্য বনাঞ্চল বিষয়ক চুক্তি গঠনের লক্ষ্যে প্যানেলটি ১৯৯৭ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে এর প্রথম অধিবেশনের পর হতে বনাঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘ ফোরাম বনায়ন ধ্বংসকে সীমিত রাখা এবং বনায়ন খাতের জন্যে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাবের উপর আলোকপাত করে। এই ফোরাম ২০০৫ সাল নাগাদ বনাঞ্চল বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামো নির্ধারণ করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ওজোন স্তর হ্রাস ঃ

- ধরিত্রী সম্মেলনের পূর্বে অনুষ্ঠিত একটি অত্যন্ত সফল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে দেশসমূহ ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিল প্রোটোকল অনুযায়ী, যা ১৯৯৬ সালে আরো জোরালো করা হয়, ওজোন-বিধ্বংসী পদার্থসমূহের ব্যবহার বন্ধ করে দিচ্ছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের ব্যবহার ১৯৮৬ সালের ১.১ মিলিয়ন টন হতে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে দাঁড়ায় ১৫৬০০০ টনে।

ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ ঃ

ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে বারবাডোস-এ উন্নয়নশীল ক্ষুদ্রদ্বীপ দেশসমূহের বিশেষ সমস্যাসমূহের উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে একটি জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ তাদের আকার ও বিচ্ছিন্নতার কারণে বহু উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ১০০টির ও বেশী দেশ এই দ্বীপ গুলোর সম্মুখে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। ১৯৯৯ সালে বার্বাডোস সম্মেলনের পঞ্চবার্ষিক পর্যালোচনাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই ব্যাপারে অবগত হয় যা, ক্ষুদ্র দ্বীপে বসবাসকারী জাতি সমূহ সম্মেলনের উদ্দেশ্যসমূহ অনুসরণ করলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের ব্যাপারে এখনও তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org